গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০২০.২১০ তারিখ: ২৪.১২.২০২০ খ্রি.

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও. পুনর্বিবেচনা সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ০৩.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও. পুনর্বিবেচনা সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ০৩.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	পর্যালোচনা	কমিটির সুপারিশ
০১.	খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো: রবিউল ইসলাম এর বেতন ভাতাদি ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত। খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ: হাজিরা খাতায় নিয়মিত স্বাক্ষর না করা, কমিটির মাধ্যমে উত্তোলনকৃত ২৫০০০/- টাকার বইয়ের ভাউচার তাৎক্ষনিকভাবে উপস্থাপন করতে না পারা, একজন খন্ডকালীন শিক্ষকের ০৩ মাসের বেতন বাবদ ৯,০০০/- টাকা নিজের কাছে অনেকদিন রাখা, জিপিএ-৫ পাওয়া একজন ছাত্রীর অনুদান ও পোশাক বাবদ উত্তোলনকৃত ১৭৬৪ টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা না দিয়ে দীর্ঘদিন হাতে রাখা, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্রীর উপবৃত্তি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক না হওয়া, দাতা সদস্য হিসেবে এডভোকেট জিএম সবুর এর নাম অন্তর্ভূক্তিতে পদ্ধতিগত ঠিক না থাকা। আবেদনকারীর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য এবং কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১) উপবৃত্তি বাছাই প্রক্রিয়াতে ইত:পূর্বে কোন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অধ্যক্ষের ভাইজি উম্মে হাবিবা উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য থাকায় তার নাম উপবৃত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা অনিয়মের মধ্যে পড়েনা। ২) দাতা সদস্য হিসেবে এডভোকেট জি এম সবুরকে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি পরিচালনা পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়েছে এবং এটি ১০ বছর আগের ঘটনা বিধায় অধ্যক্ষের উপর পুরো দায়ভার বর্তায়না। ৩) বিএম শাখার নন এমপিওভুক্ত খন্ডকালীন শিক্ষক জনাব রবিউল ইসলামের ০৩ মাসের বেতন বাবদ ৯,০০০/- টাকা অধ্যক্ষের কাছে রেখে দেওয়ার বিষয়ে দেখা যায় যে, ঐ শিক্ষক কলেজে না আসায় তাকে ঐ টাকা দেওয়া হয়নি। বর্ণিত ৯,০০০/- টাকা কলেজের লকারে সংরক্ষিত ছিল এবং ১৬.০৪.২০১৯ তারিখে কলেজ একাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছে। ৪) কলেজের হাজিরা খাতায় নিয়মিত স্বাক্ষর না করার বিষয়ে দেখা যায় যে, তিনি বর্তমানে নিয়মিত স্বাক্ষর করে আসছেন।	খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: রবিউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো মামুলিক বিধায়, ইতোমধ্যে অনেকগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায়, বেতন বন্ধের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা কমিটির অনুমোদন না থাকায় এবং করোনাকালীন কভিড-১৯ বিবেচনায় জনাব মো: রবিউল ইসলাম এর বেতন-ভাতা ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

	৫) কলেজ লাইব্রেরীর বই ক্রয়ের জন্য ২৫,০০০/- টাকা আত্মসাতের বিষয়ে দেখা যায় যে, জনাব আজিজুর রহমান মালিক কে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। তিনি স্বাক্ষর করে চেক গ্রহণ করেছেন এবং কমিটি কর্তৃক বই ক্রয় করে লাইব্রেরীতে জমা প্রদান করা হয়েছে। ৬) জিপিএ-৫ পাওয়া একজন ছাত্রীর ড্রেস ও বই বাবদ ১৭৬৪/- টাকা অধ্যক্ষের কাছে রেখে দেওয়ার বিষয়ে দেখা যায় যে, ছাত্রী সুমাইয়ার কলেজে না আসা এবং পরবর্তীতে ভর্তি বাতিল করে অনত্র চলে যাওয়ায় তার টাকা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। উক্ত টাকা কলেজ একাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য হিসাব সহকারীকে নির্দেশণা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত অভিযোগগুলোর অধিকাংশ নিষ্পত্তি হওয়ায়, অভিযোগগুলোর ধরণ মামুলিক হওয়ায়, বেতন স্থগিত করার সময় মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত কমিটির অনুমোদন না থাকায় এবং করোনাকালীন কোভিড-১৯ বিবেচনায় কমিটির সদস্যগণ তাঁর বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য একমত পোষণ করেন।	
০২.	ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার যাদুরাণী মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক (পৌরনীতি) জনাব মো: কামরুজ্জামান এর ২০১১ সালের মে মাস থেকে এম.পি.ও. ভুক্তসহ বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত। কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার যাদুরাণী মহাবিদ্যালয়ে জনাব মো: কামরুজ্জামান গত ২০.০৫.২০০০ তারিখে কলেজে প্রভাষক (পৌরনীতি) পদে যোগদান করেন। যোগদানের ০১ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০০১ সালে অনত্র চলে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি কলেজটিতে অনুপস্থিত থাকেন। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালে এমপিওভুক্ত হয় এবং এমপিওভুক্তির সময় ১৩.০৫.২০১১ তারিখে প্রভাষক (পৌরনীতি) পদে জনাব সোহেল রানাকে এমপিওভুক্ত করা হয় এবং অদ্যাবধি তিনি বেতন ভাতার সরকারি অংশ পেয়ে আসছেন। প্রতিষ্ঠানটির এমপিওভুক্তির ০৭ বছর পর এবং আবেদনকারীর ভাষ্য মতে যোগদানের ১৭ বছর পরে জনাব কামরুজ্জামান ০১.০২.২০১৭ তারিখে এলাকায় ফিরে আসলে ০৭.০৭.২০১৮ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডি তাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করেন। কলেজটিতে প্রভাষক (পৌরনীতি) পদে শুধুমাত্র ০১ জন শিক্ষকের পদ থাকায় এবং ঐ পদে ১০ বছর যাবত একজন শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকায় জনাব মো: কামরুজ্জামানকে এমপিওভুক্তির কোন সুযোগ নেই মর্মে কমিটির সদস্যসগণ একমত পোষণ করেন।	ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার যাদুরাণী কলেজটিতে জনবল কাঠামো ২০১৮ অনুযায়ী কলেজটিতে ০১ জন শিক্ষকের প্রাপ্যতা থাকায় এবং সেই পদে বিধি অনুযায়ী জনাব মো: সোহেল রানা ১৮.০৫.২০১১ তারিখে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়ে অদ্যাবধি কর্মরত থাকায় জনাব কামরুজ্জামানকে এম.পি.ও. ভুক্তকরণের সুযোগ নেই।
০৩.	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নিজামুল কাদির এর স্থগিতকৃত বেতন ছাড়করণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত। বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নিজামুল কাদির এর বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়সমূহ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিধি অনুসরণ না করা, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মো: শাহ আলম শরিফ এর পরিবর্তে শাজাহান শরিফ কে চাকুরিতে রাখা এবং বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে না করার অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২.০৩.২০২০ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০১৮.২০১৫(খন্ড-১).৬৩ নং স্মারকে তার বেতন ভাতাদি স্থগিত করা হয়। রেকডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব শাহ আলম শরীফ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে ১৯৮৪ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ১৯৮৫ সালে এম.পি.ও.ভুক্ত হন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ৫ম শ্রেণী পাস।	প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় ম্যানিজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন করায়, অর্থ আত্মসাতের কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের দায়ভার তাঁর উপর না বর্তানোর কারণে কোভিডকালীন আর্থিক সমস্যা বিবেচনায় বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব

	উল্লেখ্য, জনাব নিজামুল কাদির ০২.০১.২০১০ তারিখে বর্ণিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে শাহ আলম শরীফের পরিবর্তে শাজাহান শরীফকে চাকুরিতে রাখা বর্তমান প্রধান শিক্ষকের উপর বর্তায় না। অন্যদিকে একজনের নামের পরিবর্তে আরেকজনকে চাকুরিতে রাখার বিষয়ে যিনি ক্ষতিগ্রস্থ হন বা যাকে বাদ দেওয়া হয় মূলত তারই অভিযোগ করার কথা। এখানে মো: শাহ আলম শরীফ কিংবা শাহজান শরীফ নামে কেউ অভিযোগ দায়ের করেননি। এছাড়া ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে সকল ব্যয় করা হয়েছে এবং ব্যয়ের সকল ভাউচার উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু আর্থিক কোন অনিয়ম থাকলে তার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সমীচীন যা এক্ষেত্রে উল্লেখ নেই। প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় ম্যানিজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন করা এবং অর্থ আত্মসাতের কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় কোভিডকালীন আর্থিক সমস্যা বিবেচনায় প্রধান শিক্ষক জনাব নিজামুল কাদির-এর বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	নিজামুল কাদির এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা ছাড়করণে সুপারিশ করা হলো।
০৪.	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার গোপালনগর আদর্শ কলেজের প্রভাষক (বাংলা) জনাব মোহাম্মদ ফোরকানুল ইসলাম এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শূণ্য পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এনটিআরসিএ কর্তৃক ২০১৮ সালে চাহিদা আহ্বান করা হয়। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন গোপালনগর আদর্শ কলেজের চাহিদার প্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ কর্তৃক মোছা: মমতাজ বেগম প্রভাষক (বাংলা) হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে ১৭.০২.২০১৯ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে যান কিন্তু তার যোগদানপত্র গৃহীত হয়নি (প:পৃ: ৭২)। এ প্রেক্ষিতে তিনি চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা বরাবর আবেদন করেন। উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়ায় তিনি মহামান্য হাইকোর্টে ৯৩৩/২০২০ নম্বর রিট পিটিশন দায়ের করেন (প:পৃ: ৭০)। মহামান্য হাইকোর্ট জনাব মমতাজ বেগম কর্তৃক ১২.০২.২০২০ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনটি নিষ্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কে নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, জনাব মমতাজ বেগম প্রভাষক (বাংলা) হিসেবে যোগদান করতে না পারায় ঐ পদটি শূন্য থেকে যায়। পরবর্তীতে মোহাম্মদ ফোরকানুল ইসলাম কে এনটিআরসিএ কর্তৃক ঐ শূন্য পদে সুপারিশ করা হয়। জনাব ফোরকানুল ইসলাম এনটিআরসি কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে বর্ণিত পদে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। তিনি এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য আবেদন করলে মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৯৩৩/২০২০ দাখিল থাকায় পরিচালক আঞ্চলিক অফিস, কুমিল্লা তার এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন রিজেক্ট করেন। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক জনাব মোছা: মমতাজ বেগম এর ১২.০২.২০২০ তারিখের আবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়। উল্লেখ্য আবেদনপত্রের সাথে বোর্ডের নিয়ম মোতাবেক প্রয়োজনীয় অভিযোগ ফি দাখিল না করায় তার আবেদনপত্রটি বোর্ড না মঞ্জুর করেন। জনাব মোহাম্মদ ফোরকানুল ইসলাম এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জনাব মমতাজ বেগমের আবেদনটি নামঞ্জুর হওয়ায় জনাব ফোরকানুল ইসলাম এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন।	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার গোপালনগর আদর্শ কলেজের প্রভাষক (বাংলা) জনাব মোহাম্মদ ফোরকানুল ইসলাম এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে বিধি মোতাবেক শূন্যপদে কর্মরত থাকায় তার এম.পি.ও. ভুক্তিকরণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

০২. এমতাবস্থায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও. পুনর্বিবেচনা সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ০৩.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

28/12/2020

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ----------।
৭. জনাব ----------।
৮. অফিস কপি।